সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫ ।

ছবি

গৃহস্থালী প্রয়োজনে গ্যাস সংযোগের আবেদন পত্র

আবেদন পত্র গ্রহণের
ক্রমিক নং ঃ .... তারিখ ঃ ....

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ....
২। পেশা ঃ ....
৩। পিতার নাম/স্বামীর নাম ঃ ....
৪। মাতার নাম ঃ ....
৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ ....
৬। জন্ম তারিখ ও বয়স ঃ ....
৭। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ....
.... টেলিফোন নং (যদি থাকে) ....

৮। যে ঠিকানায় গ্যাস সংযোগের প্রয়োজন উহার পুর্ণাংগ ঠিকানা ঃ ....
....

৯। বাড়ীর মালিকের নাম ও তাহার বর্তমান ঠিকানা
(আবেদনকারী বাড়ীর মালিক না হইলে) ঃ ....
....

১০। গ্যাস সরঞ্জাম সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের বিবরণ		সংখ্যা	মোট রান্নাঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	দ্বৈত চুলা				
২।	অন্যান্য	ক)			
৩।		খ)			

আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্র সঠিক ও প্রদত্ত অন্যান্য তথ্যাদি নির্ভূল এবং অংগীকার করিতেছি যে, আমি গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যে সর্বোত্তভাবে সহযোগিতা করিব। আমি আবেদনপত্রের সহিত সরবরাহকৃত গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত সকল নিয়মাবলী অবগত হইলাম এবং অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের জন্য সংযুক্ত নিয়োগপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার/অনুমোদিত ফিটার নিয়োজিত করিলাম।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্তঃ

১। পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
২। জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ (দলিল/হোল্ডিং নং/খাজনার রশিদ) /ভাড়াটিয়া হইলে জমির মালিকের সম্মতি পত্র।
৩। আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ।
৪। প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীন পাইপলাইনের ২ (দুই) কপি নক্শা।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

২১৮, এম,এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা, খুলনা-৯১০০।

গৃহস্থালী/আবাসিক গ্যাস সংযোগ গ্রহণেচ্ছুক গ্রাহকের নিয়মাবলী ও শর্তাবলী

০১। যে কোন গ্রাহক নির্ধারিত মূল্যে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হতে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করবেন।

০২। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন স্থাপন/নির্মাণের জন্য গ্রাহক কেবলমাত্র সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১.১ ক্যাটাগরীতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারকে নিয়োগ করতে পারবেন। নিয়োগকৃত ঠিকাদার প্রয়োজনবোধে আবেদনপত্র জমা হতে শুরু করে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

০৩। গ্রাহক কর্তৃক কোন ঠিকাদার নিযুক্তি চূড়ান্ত করা হলে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এ নিযুক্তি বাতিল করা যাবে না। তবে কার্যক্ষেত্রে ঠিকাদারের কোন গাফিলতি থাকলে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ঠিকাদার পরিবর্তন করা যাবে।

০৪। গ্রাহকের পক্ষে ঠিকাদার আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়ে জমা দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি সংযুক্ত দিবেন নতুবা আবেদনপত্র গৃহীত হবে নাঃ -

ক) যে বাড়ীতে গ্যাস ব্যবহার করা হবে সে বাড়ীর মালিকানা স্বত্বের দলিলের নামজারীর কাগজ সত্যায়িত ফটোকপি।

খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমির খাজনা ও নামজারীর কাগজপত্র এবং পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং নম্বরের রশিদ।

গ) অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন (রাইজার পরবর্তী জিআই পাইপ লাইন) নির্মাণের গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগপত্র/চুক্তিপত্র।

ঘ) আবেদনকারী/গ্রাহকের ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি।

ঙ) আবেদনকারী/গ্রাহক ভাড়াটিয়া হলে বাড়ীর মালিকের সম্মতিপত্র।

০৫। সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়ে গ্রাহকের আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে কারিগরি সম্ভবতা যাচাইসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পেশ করবেন। উল্লেখ্য, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত গ্রাহকের আঙ্গিনায় যে রাইজারটি স্থাপন করা হবে, তা গ্রাহকের বাড়ীর প্রধান ফটকের নিকট (বাম অথবা ডান পার্শ্বে) উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে।

০৬। কারিগরি সম্ভবতা যাচাইসহ জরীপকার্য সম্পাদনের পর সন্তোষজনক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে গ্রাহককে একটি চাহিদাপত্র দেয়া হবে। চাহিদাপত্রে ৩ (তিন) মিটারের (প্রায় ১০ ফুট) অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পাইপের মূল্য, গ্যাস সংযোগ ফি ও জামানতের পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। এ চাহিদাপত্র ইস্যু করার তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য চাহিদাপত্র ইস্যু করার পূর্বেই ঠিকাদার নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিবেনঃ

ক) গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৩ (তিন) কপি নকশা।

খ) গ্রাহক ও ঠিকাদারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ করার জন্য যে মূল্য/দর সমঝোতা তার কপি উভয় পক্ষের স্বাক্ষরসহ।

উপরোক্ত নিয়মগুলির যে কোন একটি পূরণে ব্যর্থ হলে চাহিদাপত্র ইস্যু বিলম্বিত/প্রত্যাখাত হতে পারে।

০৭। গ্যাস সংযোগ প্রদানের পূর্বে যদি গ্যাসের অথবা ব্যবহৃত মালামালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে কিংবা অতিরিক্ত মালামালের প্রয়োজন হয় তবে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দেয় টাকা অবশ্যই গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীকালে গ্রাহক যদি কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে চান কিংবা পুন:সংযোগ নেন অথবা আংশিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন, তা হলে বিদ্যমান হারে জামানতের টাকা সকল গ্যাস সরঞ্জামের জন্য প্রদান করতে হবে। গ্যাস পুন:সংযোগ/বিচ্ছিন্নকরণ সকল ক্ষেত্রেই সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত নির্ধারিত ব্যাংক শাখাতে কেবলমাত্র চাহিদাপত্র অনুযায়ী টাকা জমা দেয়া যাবে।

০৯। নকশা অনুমোদনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ করতে হবে ঃ

ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য রাস্তা কাটার প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র জমা দান।

খ) ব্যাংকে পরিশোধকৃত চাহিদাপত্রের কপি দাখিল করা।

গ) চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে গ্রাহকের একই রকম স্বাক্ষর থাকবে।

১০। নকশা অনুমোদনের পর শুধুমাত্র সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং গ্রাহকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারের মাধ্যমে, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ করতে পারবেন। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের যাবতীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন খরচ গ্রাহককে বহণ করতে হবে।

১১। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হলে নিয়োজিত ঠিকাদার কার্য সম্পাদন রিপোর্ট যথাযথভাবে দাখিল করবেন।

১২। অনুমোদিত নকশা অনুমোদনের তারিখ হতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য কার্যকরী থাকবে।

১৩। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর গ্রাহকের মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নিয়মানুযায়ী অভ্যন্তরীণ লাইনের চাপ পরীক্ষা করবেন এবং নির্ধারিত ফরমে সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় রাইজার স্থাপনের নিমিত্ত রাইজার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

১৪। রাইজার তালিকা অপারেশন এন্ড মার্কেটিং শাখায় পাঠানো হবে। অপারেশন এন্ড মার্কেটিং শাখা হতে রাইজার স্থাপন সম্পন্নের রির্পোট আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়ে আসার পর গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫। গ্রাহক শুধুমাত্র অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গ্যাস লাইন এবং গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপন করতে হবে পারবেন। কোন অননুমোদিত কাজ কিংবা অননুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা গ্যাস লাইন স্থাপন করানো হলে গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে না।

১৬। নকশা অনুমোদানের পর সকল কার্যাদি সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে, কোন ধরনের ব্যতিক্রম/অসুবিধার সৃষ্টি না হলে ২ (দুই) মাসের গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

১৭। গ্যাস সংযোগ প্রদানের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে কোন প্রকার গ্যাস সরঞ্জাম কমানো বা সংকোচন করা যাবে না। ১৮০ (একশত আশি) দিনের

পূর্বে সরঞ্জাম কমানো/সংকোচন করতে হলে ৬ মাসের বিল জমা দিতে হবে।

১৮। রাইজার পর্যন্ত স্থাপিত স্বল্পচাপ সার্ভিস লাইনের উপকরণ ও স্থাপন খরচ গ্রাহক বহন করে থাকেন। উক্ত লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ, মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর থাকবে। প্রয়োজনবোধে তথা কারিগরি দিক হতে কোন অসুবিধা না হলে এ লাইন হতে যে কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষমতা সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষের থাকবে। এতে গ্রাহকের কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯। গ্রাহকের আঙ্গিনায় রাইজার সংরক্ষণ/নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রাহকের উপর থাকবে। কোন যানবাহন অথবা কোন ব্যক্তি, প্রাণী অথবা অন্য কোনভাবে রাইজার ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হলে গ্রাহককে অভিলম্বে তা সুন্দরবন গ্যাস কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। গ্রাহক নিজ খরচে ক্ষতিগ্রস্থ রাইজারটিকে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর মাধ্যমে মেরামত, পরিবর্তন করতে বাধ্য থাকবেন। রাইজার হতে চুলা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের সম্পূর্ণ খরচ গ্রাহকের এবং যে কোন কারণে সংঘটিত যে কোন দূর্ঘটনার জন্য গ্রাহক নিজেই দায়ী থাকবেন। ইহার জন্য সুন্দরবন গ্যাস কর্তৃপক্ষের কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না।

২০। গ্রাহকের আবেদনক্রমে যে কোন চুলার/সরঞ্জামের সংযোগ সাময়িক/অস্থায়ী ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করানো হলে এবং বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পুন:সংযোগ চাইলে নিয়মানুযায়ী মাসিক ন্যুনতম চার্জ পরিশোধ করতে হবে।

২১। গ্যাস পুন:সংযোগ করতে হলে অতিরিক্ত জামানতসহ অন্যান্য ফি জমা সাপেক্ষে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদনের পরই পুন:সংযোগ দেয়া যেতে পারে।

২২। গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ গ্রহণ বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ করতে হলে নির্ধারিত আবেদনপত্রের ফরমে আবেদন করতে হবে।

২৩। কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষের নিকট যদি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

২৪। অবৈধ চুলা এবং অবৈধ পয়েন্টের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল ও জরিমানা আদায় করতে হবে। অবৈধভাবে ব্যবহৃত চুলা/সরঞ্জাম নিয়মিত করণের মাধ্যমে অবশ্যই সংযোগ গ্রহন করতে হবে।

২৫। আবাসিক স্থলে বাণিজ্যিক কাজে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করা হলে পেট্রোবাংলার গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী জরিমানা এবং বাণিজ্যিক হারে গ্যাস বিল আদায় করা হবে।

২৬। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং গ্রাহকের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রের শর্তাবলীও আবশ্যকীয় হিসেবে গণ্য হবে।

২৭। একই গ্রাহকের আঙ্গিণায় একই রাইজার অথবা ভিন্ন ভিন্ন রাইজারের মাধ্যমে একাধিক সংযোগ থাকলে গ্রাহকের যে কোন একটি বকেয়া গ্যাস বিল, অবৈধ গ্যাস ব্যবহার/চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ হলে একই সাথে গ্রাহকের সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রচলিত নিয়মে সমস্ত পাওনাদি পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রাহকের গ্যাস পুন:সংযোগ দেয়া যেতে পারে।

২৮। গ্রাহকের প্রস্তাবিত গ্যাস সংযোগের স্থানে আদালতের নিষেধাজ্ঞা নেই, কোন প্রকার মামলা মোকার্দ্দমা নেই, এ মর্মে গ্রাহকের একটি ঘোষনাপত্র দিতে হবে। গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হলে তার দায় দায়িত্ব গ্রাহক নিজে বহন করবেন।

২৯। চলতি মাসের গ্যাস বিল সারচার্জ ব্যতীত পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ২১ তারিখের পর পরিশোধ করলে প্রতি মাসে নিম্মোক্ত হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে ঃ

চুলার ধরণ	৬ মাস পর্যন্ত	৬ মাসের উর্ধ্বে
একমুখী/দ্বিমুখী	টা ঃ ১০.০০/- মাস প্রতি	টা ঃ ২০.০০/- মাস প্রতি

৩০। ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় সময়মত গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হবে। বিল পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমার পরবর্তী ৩৯ দিনের মধ্যে উহা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩১। অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুন:সংযোগ গ্রহণ করা হলে সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচিত হবে।

৩২। গ্যাস সংযোগের জন্য গ্রাহক কর্তৃক খাত-ভিত্তিক ব্যয়িতব্য টাকার পরিমাণ ঃ

(ক)	আবেদন পত্রের মূল্য বাবদ	ঃ	৩০০.০০ টাকা
(খ)	সংযোগ ফি/চার্জ (২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার/প্রায় ১০ ফুট) দৈর্ঘ্য পাইপলাইন, ২০ মিঃ মিঃ লকউইং কক, ২০ মিঃ মিঃ সার্ভিস টি, রেগুলেটর,পাইপ র‍্যাপিং ও কোটিং ইত্যাদি এবং সার্ভিস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যয় সহ (বর্ণিত উপকরণসমূহের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে পরিবর্তনযোগ্য)	ঃ	৬,০০০.০০ টাকা
(গ)	৩ মিটারের অতিরিক্ত পাইপের প্রয়োজন হলে তার ব্যয়ভার গ্রাহককে বহণ করতে হবে। (এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা ডিমান্ড নোটে উল্লেখ করা হবে)।	ঃ	
(ঘ)	প্রতিটি ২ বার্ণার বিশিষ্ট চুলার জন্য মাসিক ৮০০.০০ টাকা হারে ৩ মাসের বিলের সমপরিমাণ জামানত (সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যারিফ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য)।	ঃ	২,৪০০.০০ টাকা
(ঙ)	কমিশনিং ফি	ঃ	৫০০.০০ টাকা
(চ)	গ্রাহক তার নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করাবেন। অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ব্যয় এবং নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বহণ করবেন।	ঃ	

আমি স্বজ্ঞানে উপরে বর্ণিত নিয়ম কানুন পড়েছি, বুঝেছি এবং যথাযথভাবে মেনে চলবার অঙ্গীকার করছি।

গ্রাহকের স্বাক্ষর ঃ ....

গ্রাহকের পূর্ণনাম ঃ ....

পিতার নাম ঃ ....

মাতার নাম ঃ ....

স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ ....

পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....

....

টেলিফোন/ মোবাইল নং ঃ ....